সংবাদ

তারিখ ০৭ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিশুদের জন্য ভারি স্কুলব্যাগ আর নয়

শিশুর শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ওজনের ব্যাগ বইনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেছেন, শিশু শিক্ষার্থীদের ব্যাগের ওজন কী পরিমাণ হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন নেই। দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের সিলেবাসের কারণে শিক্ষার্থীদের বাধ্য হয়ে ভারী ব্যাগ বহন করতে হচ্ছে। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় এজন্য সরকারকে আইন প্রণয়ের নির্দেশ দেয়া হলো। রায়ের কপি পাওয়ার ৬ মাসের মধ্যে সরকারকে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের ডিভিশন বেঞ্চ গত বুধবার এ রায় দেন। রায়ে শিশুর শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি নয় এমন স্কুলব্যাগ শিশুদের বহনের বিষয়টি নজরদারির মধ্যে রাখার বিষয়ে এক মাসের মধ্যে পরিপত্র জারি করতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত ওজনের স্কুলব্যাগ বহন করানো হলে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলা হয়েছে।

আমরা জানি, এর আগেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছিল। এ পরিপত্রে বলা হয়েছিল– শিশুদের জন্য ব্যাগ নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যাগটি যাতে বহনযোগ্য হয়। অনুমোদিত বই ও উপকরণ ছাড়া অন্য কিছু ব্যাগে করে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে পরিতাপের বিষয় হলো, প্রজ্ঞাপন জারি হলেও তা কার্যকর হতে দেখা যায়নি। ২০১৬ সালে এসেও দেখা যাচ্ছে, শিশুরা মন খারাপ করে স্কুলের ভারী ব্যাগ বহন করছে। এ ব্যাগ বহনের বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে কোন স্কুলেই নজরদারি দেখা যাচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের এ পরিপত্র কখনো মেনে চলেনি। আবার সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি বরং নিশ্চুপ থেকেছে। প্রশ্ন হলো, সরকারি পরিপত্র সঠিকভাবে মানা হয় কিনা তা দেখার মতো জনবল এবং ব্যবস্থাও কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নেই? নাকি শিক্ষা বিভাগ মনে করে পরিপত্র জারি করেই দায়িত্ব শেষ। এরপর তাদের আর কোন দায় থাকে না। আমরা মনে করি, শুধু পরিপত্র জারি করেই বসে থাকা যায় না। কাজটিও ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তার খবর রাখতে হয়।

সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির পর নির্দেশনা ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা তার খবর রাখা হলে আদালতকে নতুন করে নির্দেশনা দিতে হতো না। সুতরাং শিক্ষা বিভাগকে এসব বিষয়ে অবশ্যই আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

অতিরিক্ত ওজনের স্কুলব্যাগ বহনের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদেব শরীরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের সিলেবাসে অতিরিক্ত বই সংযোজনের কারণে শিশুদের ভারী ব্যাগ বহন করতে হচ্ছে। শিশুরা যদি এ ভারী ব্যাগ বহন করতে থাকে তাহলে তারা কখনো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবে না। আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে না পারলে তারা কখনো সুনাগরিক হিসেবেও বেড়ে উঠতে পারবে না। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো জাতি। আমরা মনে করি, অতিরিক্ত ওজনের স্কুলব্যাগ শিশুদের বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে হাইকোর্ট একটি সময়োপযোগী রায় দিয়েছেন। হাইকোর্টের নির্দেশনা যেন এখন সঠিকভাবে কার্যকর হয় সেটা দেখতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। আমরা আশা করব, এবার অন্তত মনিটরিংয়ের কাজটি ঠিকমতো করা হবে। লেখাপড়া করতে গিয়ে শিশুরা যেন শারীরিক বা মানসিক সমস্যায় জড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে।